দর্শনায় পুলিশের অভিযানে মাদক ব্যবসায়ী ও স্বর্ণ পাচার চক্রের সদস্য গ্রেফতার

দর্শনা থানা পুলিশের অভিযানে মাদক ব্যবসায়ী ও স্বর্ণ পাচার চক্রের সদস্য জয়নগরের মারুফকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

গত শনিবার রাতে দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ মেহেদী হাসানের নেতৃত্বে অভিযান চালায় দর্শনা পৌরসভার জয়নগর গ্রামে। এ সময় দর্শনা থানা পুলিশ গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সঙ্গীয় ফোর্সসহ জিআর মামলার -৪৩/২৪ ও ১৭০/২৫ আসামী জয়নগর গ্রামের জাম্বু হোসেনের ছেলে মারফ হোসেনকে (২৫) গ্রেফতার করে।

তার বিরুদ্ধে একাধিক মাদক ব্যবসায়ী ও স্বর্ণ পাচারের মামলা রয়েছে। গতকালই মারুফকে চুয়াডাঙ্গা বিজ্ঞ আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

কালীগঞ্জে বিএনপির কার্যালয়ে সংঘর্ষের ঘটনায় পুলিশের মামলা: ইউপি চেয়ারম্যানসহ আটক ৬

ঝিনাইদহের কালীগঞ্জে বিএনপি’র প্রার্থী রাশেদ খানের কার্যালয়ে নির্বাচন উত্তর পর্যালোচনা সভায় দু’পক্ষের সংঘর্ষের সময়ে পুলিশের উপর হামলার ঘটনায় পুলিশ বাদী হয়ে ৮ জনের নাম উল্লেখসহ অজ্ঞাতনামা আরও কয়েকজনের বিরুদ্ধে মামলা করেছে।

গতকাল শনিবার কালীগঞ্জ থানার এস আই জাহিদ হোসেন বাদী হয়ে এ মামলাটি দায়ের করেন। এ ঘটনায় শনিবার বিকেলে ৬ জনকে আটক করেছে পুলিশ। আটককৃতরা হলো- মহারাজ পুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান খুরশিদ আলম, মতি মিয়া, মনিরুল ইসলাম, নুর আঙ্গির মন্ডল, পলাশ মন্ডল ও

ওলাদ হোসেন। আটককৃতরা সবাই সদর উপজেলার খামারইল ও বিষয়খালী এলাকার বাসিন্দা।

মামলার বিবরণে উল্লেখ করা হয়েছে, নির্বাচনী কার্যক্রমকে কেন্দ্র করে শুক্রবার সকালে রাশেদ খানের কার্যালয়ে বিএনপির দু’পক্ষের মধ্যে সংঘষ ও মারধরের ঘটনা ঘটে। এ সময় তারা দায়িত্বরত পুলিশ সদস্যদের ওপরও হামলা চালায়। এতে কালীগঞ্জ থানার ৩ জন পুলিশ সদস্য আহত হয়। এ ঘটনার মামলায় অভিযুক্তদের আটকে পুলিশ শনিবার বিকেল সাড়ে ৩টায় বিষয়খালী বাজারে অভিযান চালিয়ে ৬ জনকে আটক করে।

কালীগঞ্জ থানার অফিসার্স ইনচাজ (ওসি) জেল্লাল হোসেন জানান, পুলিশের উপর হামলার ঘটনায় একটি মামলায় ৬ জনকে আটক করা হয়েছে। গ্রেপ্তারকৃতদের ঝিনাইদহ আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

মেহেরপুরে পুলিশের সাপ্তাহিক মাস্টার প্যারেড

মেহেরপুরে পুলিশের সাপ্তাহিক মাস্টার প্যারেড অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল শনিবার সকাল ৯টায় মেহেরপুর পুলিশ লাইন্স প্যারেড গ্রাউন্ডে অফিসার ও ফোর্সদের অংশগ্রহণে এ মাস্টার প্যারেড অনুষ্ঠিত হয়।

মাস্টার প্যারেডে কুচকাওয়াজ, অভিবাদন গ্রহণ ও প্যারেড পরিদর্শন করেন মেহেরপুরের পুলিশ সুপার উজ্জ্বল কুমার রায়। এসময় তিনি প্যারেডে অংশগ্রহণকারী অফিসার ও ফোর্সদের টার্নআউটের ওপর ভিত্তি করে জিএস (গুড সার্ভিস) মার্ক প্রদান করেন।

প্যারেড পরিদর্শন শেষে পুলিশ সুপার অফিসার ও ফোর্সদের উদ্দেশ্যে উত্তম পোশাক পরিধান, নিয়মিত প্যারেড অনুশীলন, স্বাস্থ্য সচেতনতা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, নিয়মিত খেলাধুলা ও শরীরচর্চা এবং জনসাধারণের সঙ্গে সৌহার্দ্যপূর্ণ আচরণসহ বিভিন্ন দিকনির্দেশনামূলক বক্তব্য প্রদান করেন।

প্যারেড কমান্ডার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন, অতিরিক্ত পুলিশ

সুপার (প্রশাসন ও অর্থ) মোহাম্মদ আতিকুল হক।

অনুষ্ঠানে পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাসহ বিভিন্ন পর্যায়ের অফিসার ও ফোর্স সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরে হারানো ৯২টি মোবাইল ও ৫৫ হাজার টাকা মালিকের হাতে তুলে দিল পুলিশ

মেহেরপুর পুলিশের সাইবার ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন সেলের উদ্যোগে উদ্ধারকৃত হারানো মোবাইল ফোন ও অনলাইনে প্রতারণার মাধ্যমে আত্মসাৎকৃত নগদ অর্থ প্রকৃত মালিকদের কাছে হস্তান্তর করেছে পুলিশ।

আজ মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ১১টার দিকে মেহেরপুর জেলা পুলিশ সুপারের কার্যালয়ে এ হস্তান্তর করা হয়। উদ্ধারকৃত ৯২টি মোবাইল ফোন ও নগদ অর্থ ভুক্তভোগীদের হাতে তুলে দেন পুলিশ সুপার উজ্জ্বল কুমার রায়।

পুলিশ সুপার উজ্জ্বল কুমার রায় সাইবার সচেতনতার গুরুত্ব তুলে ধরে বলেন, তথ্য-প্রযুক্তির এই যুগে আমরা কেউই অ্যান্ড্রয়েড মোবাইল ফোন ও সাইবার স্পেসের বাইরে নই। তাই নিজের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে মোবাইল ফোন ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহারে সবাইকে আরও সচেতন ও সতর্ক হতে হবে। তিনি পুরাতন মুঠোফোন কেনার ক্ষেত্রে অবশ্যই মোবাইলের বক্স ও ক্যাশ মেমো সংগ্রহের পরামর্শ দেন। পাশাপাশি অনলাইনে প্রতারণা এড়াতে বিকাশ, নগদ বা অন্যান্য মোবাইল ব্যাংকিং অ্যাপের ওটিপি কারও সঙ্গে শেয়ার না করার আহ্বান জানান। অনলাইনে কোনো কিছু ক্রয়ের আগে অভিজ্ঞজনের সঙ্গে পরামর্শ করার কথাও বলেন তিনি।

পুলিশ সুপার আরও জানান, সাইবার অপরাধ প্রতিরোধে জেলা পুলিশের এ কার্যক্রম ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে। একটি সুষ্ঠু, নিরাপদ ও

শৃঙ্খলাবদ্ধ বাংলাদেশ গড়তে যেকোনো ধরনের অপরাধ সংক্রান্ত তথ্য দিয়ে স্থানীয় পুলিশকে সহায়তা করার জন্য তিনি সকলের প্রতি আহ্বান জানান।

জেলা পুলিশ সূত্রে জানা যায়, ডিসেম্বর ২০২৫ মাসে সাইবার ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন সেল, মেহেরপুর জেলার তিন থানায় সাধারণ ডায়েরিভুক্ত সর্বমোট ৯২টি হারানো মোবাইল ফোন উদ্ধার করতে সক্ষম হয়। পাশাপাশি ভুলবশত অন্য নম্বরে চলে যাওয়া এবং প্রতারণার মাধ্যমে আত্মসাৎকৃত নগদ ও বিকাশের মোট ৫৫ হাজার টাকা উদ্ধার করে সংশ্লিষ্ট প্রকৃত মালিকদের বুঝিয়ে দেওয়া হয়। এছাড়াও ১৩টি ফেসবুক আইডি রিকোভারি করা হয় এবং বিভিন্ন থানায় নিখোঁজ ব্যক্তি ও ভিকটিম উদ্ধারে সহায়তা দিয়ে ৪ জন ভিকটিম উদ্ধার করা হয়।

সাইবার ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন সেল বিভিন্ন ক্রুপেস মামলার রহস্য উদঘাটন ও আসামি গ্রেপ্তারেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। হারানো মোবাইল উদ্ধার করে ভুক্তভোগীদের মুখে হাসি ফোটাতে সেলটি নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে বলে জানান সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা।

এসময় উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (অ্যাডমিন অ্যান্ড ফিন্যান্স) মোহাম্মদ আতিকুল হক, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ক্রাইম অ্যান্ড অপস) মোঃ জামিনুর রহমান খান, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) মোঃ মেহেদি হাসান দিপু, ওসি (ডিবি) মুহাদ্দিদ মোর্শেদ চৌধুরীসহ জেলা পুলিশের অন্যান্য কর্মকর্তা।

কোটচাঁদপুরে পুলিশের অভিযানে দেশীয় অস্ত্র উদ্ধার

কোটচাঁদপুরে পুলিশের অভিযানে দেশীয় অস্ত্র উদ্ধার করা হয়েছে। গতকাল শুক্রবার রাতে কোটচাঁদপুর-সাফদারপুর সড়কের কুশকুড়ি মাঠ এলাকা থেকে এসব অস্ত্র উদ্ধার করা হয়।

জানা যায়, শুক্রবার রাতে কোটচাঁদপুর মডেল থানার পুলিশের একটি

টহল দল এলাকায় দায়িত্ব পালন করছিল। এ সময় গোপন সংবাদের ভিত্তিতে দেশীয় অস্ত্রের বিষয়ে তথ্য পায় পুলিশ।

এরপর কোটচাঁদপুর মডেল থানার এসআই (নি.) অপু বিশ্বাস সঙ্গীয় পুলিশ সদস্যদের নিয়ে ঘটনাস্থলে অভিযান পরিচালনা করেন। অভিযানে দেশীয় তৈরি ৫টি অস্ত্র উদ্ধার করা হয়। এর মধ্যে রয়েছে চা-পাতি, ছুরি ও হাসুয়া।

এর আগে গত ১৫ জানুয়ারি রাতে কোটচাঁদপুর উপজেলার সলেমানপুর গ্রামের মতিয়ার সর্দারের বাগান এলাকা থেকে র্যাব পরিত্যক্ত ও মালিকবিহীন দুটি ইয়ারগান উদ্ধার করে।

এ বিষয়ে কোটচাঁদপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আসাদউজ্জামান বলেন, পরিত্যক্ত অবস্থায় উদ্ধার হওয়া কোনো মালামালের ক্ষেত্রে মামলা হয় না, জিডি করা হয়। শুক্রবার রাতে উদ্ধার হওয়া দেশীয় অস্ত্রগুলো থানায় এনে একটি জিডিমূলে সংরক্ষণ করা হয়েছে।

তিনি আরও বলেন, অস্ত্রগুলোর বিস্তারিত তথ্য এখনও জানা যায়নি। তবে নাশকতা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে কেউ এগুলো জড়ো করে থাকতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে অস্ত্রগুলো উদ্ধার করা হয়েছে।

তিন যুবকের জনসম্মুখে বিচার করলেন মাতবররা!

দোকানে চুরির অপরাধে সন্দেহ ভাজন তিন যুবককে পুলিশে না দিয়ে জনসম্মুখে বিচার করলেন গ্রাম্য মাতব্বররা। শালিসি সিদ্ধান্তে প্রায় ঘন্টাব্যাপী কয়েকশো মানুষের মাঝখানে বসিয়ে রেখে শাস্তি দেয়া হয় তাদের, করা হয় মারধর।

ঘটনাটি ঘটেছে মেহেরপুর জেলার গাংনী উপজেলার হিজলবাড়িয়া গ্রামের। সন্দেহ ভাজন যুবকরা হলেন, হিজলবাড়িয়া গ্রামের জাব্বার আলীর ছেলে

সোহেল (২৫), ফজলুর রহমানের ছেলে জমজম (২০) এবং আমিরুল ইসলামের ছেলে সোহাগ বাদশা।

জানা গেছে, হিজলবাড়িয়া বাজারের ইকরামুল হকের মুদি ও সারের দোকান ভেঙ্গে মালামাল চুরি হয় গত রবিবার রাতে। চুরির বিষয়টি সিসি টিভি ফুটেজ দেখে ওই গ্রামের সোহেল কে সনাক্ত করা হয়। পরে সোহেলকে ধরে এনে একটি দোকানে আটকিয়ে মারধর করেন দোকান মালিক একরামুলের ছেলে রনি ও তার লোকজন। এক পর্যায়ে সন্দেহভাজন সোহেল ওই গ্রামের যুবক জমজম ও সোহাগ বাদশার জড়িত থাকার কথা স্বীকার করেন। দোকান মালিকের ছেলে রনি ও তার লোকজন ধরে নিয়ে আসে যুবক জমজম ও সোহাগ বাদশাকে।

দোকানে আটকিয়ে মারধর শেষে শুরু হয় গ্রাম্য শালিস করা হয় তাদের বিরুদ্ধে। এঘটনা গাংনী থানা পুলিশকে জানানো হলে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌছায়। দোকান মালিক একরামুল ও তার ছেলে রনির লোকজনের তোপের মুখে পড়ে ফিরে আসেন পুলিশ সদস্যরা। পরে শুরু হয় গ্রাম্য শালিস।

স্থানীয় ইউপি সদস্য রিপন আলী ও স্থানীয় বিএনপি নেতা বাসিরুল আজিজও বসেন শালিসে। শতশত গ্রামবাসীরাদের মাঝখানে ঘন্টাব্যাপী বসিয়ে রাখা হয় চুরির সাথে জড়িত সন্দেহভাজন যুবকদের। পরে সিদ্ধান্ত নেয়া হয় অভিযুক্তদের পরিবারের লোকজন তাদেরকে শালিসের মধ্যে মারধর করে নিয়ে যেতে হবে। শালিসের শেষে জনসম্মুখে মারধর করা হয় তাদের।

এ ঘটনায় ভিন্ন ভিন্ন প্রতিক্রিয়া শুরু হয় এলাকাজুড়ে। অনেকেই বলেন, অপরাধী হলে তাদের আইনের হাতে সোপর্দ না করে জনসম্মুখে এমন বিচার মানবাধিকার লঙ্ঘন। আবার অনেকেই বলছেন গ্রাম্য শালিস বা সামাজিক বিচার ব্যাবস্থা না থাকায় এলাকায় চুরি ডাকাতিসহ নানা অপরাধ বাড়ছে। তাই তাদের প্রকাশ্য ও জনসম্মুখে বিচার করা হচ্ছে।

দোকান মালিক রিপন আলীকে জানতে চাইলে তিনি বলেন, পুলিশ এসেছিল, আমরা তাদের তাড়িয়ে দিয়েছি, সাংবাদিকদের ডাকা হয়নি। আপনারা কেনো এসেছেন??

এবিষয়ে শালিসে থাকা স্থানীয় ইউপি সদস্য রিপন আলী জানান, একরামুলের দোকানে চুরির ঘটনা ঘটে। পরে শালিস করে তাদের বিচার করা হয়েছে।

গাংনী থানার ওসি উত্তম কুমার দাস জানান, চুরির ঘটনায় কেউ অভিযোগ

করেনি। এবং শালিসের বিষয়ে আমার জানা নেই।

জীবননগরে ডাকাতি প্রতিরোধে পুলিশের সতর্কতামূলক প্রচার

চুয়াডাঙ্গা জেলার জীবননগর উপজেলায় সাম্প্রতিক সড়ক ডাকাতি ও ছিনতাইয়ের ঘটনার প্রেক্ষিতে পুলিশ প্রশাসন সতর্কতামূলক প্রচার চালিয়েছে।

গতকাল রোববার জীবননগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মামুন হোসেন বিশ্বাস জীবননগর বাসস্ট্যান্ড ও হাসদাহ এলাকায় বিভিন্ন পরিবহন কাউন্টারে চালক, সুপারভাইজার ও পরিবহন শ্রমিকদের হাতে নিরাপত্তাবিষয়ক লিফলেট বিতরণ করেন।

লিফলেট বিতরণকালে ওসি রাতে চলাচলের সময় নিরাপদ রুট ব্যবহারের পরামর্শ দেন। পাশাপাশি অপরিচিত যাত্রী বা সন্দেহজনক ব্যক্তির বিষয়ে সতর্ক থাকা, চলন্ত যানবাহনে দরজা-জানালা বন্ধ রাখা, জরুরি প্রয়োজনে পুলিশকে দ্রুত অবহিত করা এবং নির্ধারিত স্টপেজ ছাড়া অন্য কোথাও বাস না থামানোর নির্দেশনা প্রদান করেন।

ওসি মামুন হোসেন বিশ্বাস বলেন, জননিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পুলিশের পাশাপাশি সড়কে চলাচলকারী সকলকেই সতর্ক থাকতে হবে। ছোট একটি সতর্কতা বড় ধরনের অপরাধ ঠেকাতে পারে। তিনি পরিবহন সংশ্লিষ্টদের যেকোনো সন্দেহজনক তথ্য দ্রুত পুলিশকে জানানোর আহ্বান জানান।

হারানো ১১২ মোবাইল উদ্ধার করে মালিককে বুঝিয়ে দিল পুলিশ

হারিয়ে যাওয়া ও চুরি-ছিনতাই হওয়া ১১২টি মোবাইল উদ্ধার করে প্রকৃত মালিকদের কাছে ফেরত দিয়েছে ঝিনাইদহ জেলা গোয়েন্দা পুলিশের সাইবার ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন সেল। এসময় প্রতারণার মাধ্যমে খোয়া যাওয়া ৯৩ হাজার ২২০ টাকা ও প্রকৃত মালিকের কাছে ফেরত দেওয়া হয়।

গতকাল রবিবার দুপুরে ঝিনাইদহ জেলা পুলিশ সুপারের কার্যালয়ের সম্মেলন কক্ষে পুলিশ সুপার মোহাম্মদ মঞ্জুর মোর্শেদ উপস্থিত থেকে প্রকৃত মালিকদের কাছে এসব মোবাইল বুঝিয়ে দেন। এসময় জেলা গোয়েন্দা পুলিশের আবুল হাশেম, সাইবার ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন সেলের উপপরিদর্শক খালিদ হাসান ও সহকারী উপ-পরিদর্শক ইখলাচুর রহমান উপস্থিত ছিলেন।

পুলিশ সুপার মোহাম্মদ মঞ্জুর মোর্শেদ বলেন, অভিযোগ ও জিডির ভিত্তিতে দেশের বিভিন্ন জেলায় অভিযান চালিয়ে মোবাইলগুলো উদ্ধার করা হয়। এছাড়াও মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসের সহায়তায় খোয়া যাওয়া টাকা উদ্ধার করে প্রকৃত মালিকদের কাছে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে।

মেহেরপুরে নির্বাচনি দায়িত্বে দক্ষতা বৃদ্ধিতে পুলিশের প্রশিক্ষণ কর্মশালা

মেহেরপুরে নির্বাচনি দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে পুলিশের দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য তিন দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ কর্মশালার উদ্বোধন করা হয়েছে।

মঙ্গলবার (২১ অক্টোবর) সকালে মেহেরপুর পুলিশ লাইন্সে আয়োজিত

প্রশিক্ষণ কর্মশালার ৫ম ব্যাচের উদ্বোধন করেন পুলিশ সুপার মোহাম্মদ মনজুর আহমেদ সিদ্দিকী।

এই প্রশিক্ষণে জেলার বিভিন্ন ইউনিট থেকে কনস্টেবল থেকে পুলিশ পরিদর্শক পদমর্যাদার মোট ৫০ জন পুলিশ সদস্য অংশগ্রহণ করছেন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন ও অর্থ) মোহাম্মদ আতিকুল হকসহ প্রশিক্ষণ কর্মশালার প্রশিক্ষকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

প্রশিক্ষণ কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী সদস্যদের নির্বাচনকালীন দায়িত্ব পালনের সময় পেশাগত দক্ষতা, দায়িত্ববোধ ও আচরণগত সক্ষমতা বৃদ্ধির উপর বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া হবে বলে জানানো হয়।

ঝিনাইদহে পুলিশের তাল গাছের চারা রোপণ

বজ্রপাত প্রতিরোধ ও পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় ঝিনাইদহে মহাসড়কের পাশে তালগাছের চারা রোপণ করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার (৯ অক্টোবর) সকালে ঝিনাইদহ-চুয়াডাঙ্গা মহাসড়কে বোরায় মাঠে হাইওয়ে পুলিশের পক্ষ থেকে এ চারা রোপণ কার্যক্রমের উব্দোধন করা হয়।

আরাপপুর হাইওয়ে পুলিশের ওসি মৃত্যুঞ্জয় বিশ্বাস জানান, ঝিনাইদহ সদর উপজেলার সাধুহাটি থেকে ১০ মাইল পর্যন্ত মহাসড়কের পাশে ২০০ তাল গাছের চারা রোপণ করা হবে।

বজ্রপাত প্রতিরোধ, পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা এবং সড়কের নান্দনিক সৌন্দর্য বৃদ্ধির লক্ষ্যে এ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়ে ওসি বলেন, এ কার্যক্রমের মাধ্যমে একদিকে যেমন মানুষ বজ্রপাতের ঝুঁকি থেকে নিরাপদ থাকবে, তেমনি সবুজে ঘেরা পরিবেশ সৃষ্টি হবে সড়কজুড়ে।

পাশাপাশি বৃক্ষরোপণের এই উদ্যোগ স্থানীয়দের মধ্যে পরিবেশ সচেতনতা বাড়াবে এবং জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় ভূমিকা রাখবে বলেও আশাবাদ ব্যক্ত করেন তিনি। কর্মসূচীতে হাইওয়ে পুলিশের সেকেন্ড অফিসার, এস আই ইয়াছির আরাফাত, সার্জেন্ট হোসাইন আহম্মেদ তুর্য, এ এস আই রবিউল ইসলামসহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন।